বহুপুরুষবাদ
(The doctrine of the plurality of selves)

সাংখ্যদর্শনে বহুপুরুষবাদ স্বীকৃত হয়েছে। আত্মা বা পুরুষ এক নয়, বহু। ভিন্ন ভিন্ন জীব দেহে ভিন্ন আত্মা বিরাজমান। আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় অনেক। ঈশ্বরকৃষ্ণ *সাংখ্যকারিকা*-র ১৮নং কারিকায় বহুপুরুষবাদ প্রমাণ করার জন্য নিম্নোক্ত ৩টি হেতুর উল্লেখ করেছেন ঃ

"জনন মরণ করণানাং প্রতিনিয়মাৎ অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াৎ চৈব।"

১. জনন, মরণ ও করণ বা ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতিনিয়ম ব্যবস্থাবশত পুরুষ বহু। প্রত্যেক পুরুষের জন্ম, মৃত্যু ও অন্তঃকরণাদি ব্যবস্থিত বা পৃথক পৃথক হওয়ায় পুরুষের বহুত্ব স্বীকার্য। পুরুষ বা আত্মা যদি বহু না হয়ে এক হত, তাহলে একজনের জন্ম বা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরও জন্ম বা মৃত্যু হত। একজনের ইন্দ্রিয় বৈকল্য দেখা দিলে অন্যেরও ইন্দ্রিয় বৈকল্য দেখা দিত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। পুরুষের বহুত্ব স্বীকার না করলে অর্থাৎ একটি পুরুষ সকল শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করলে অব্যবস্থা হবে। সুতরাং স্বীকার করতে হয় যে, আত্মা এক নয়, বহু।[৪১]

২. সমস্ত জীবের প্রবৃত্তি যুগপৎ হয় না। প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি হওয়ায় প্রতি শরীরে পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন। সকল শরীরে যদি একই আত্মা বা পুরুষ থাকত, তবে কোন একজন সক্রিয় হলে তখন জগতের সকলে সক্রিয় হত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। একজন যখন কর্মব্যস্ত, তখন অন্য ব্যক্তি নিদ্রামগ্ন এরূপ দেখা যায়। সুতরাং পুরুষের বহুত্ব স্বীকার্য।

৩. সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের আনুপাতিক তারতম্য থেকেও পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়। কারও মধ্যে সত্ত্ব প্রবল, কারও মধ্যে রজঃ প্রবল, আবার কারও মধ্যে তমঃ প্রবল। গুণত্রয়ের এই তারতম্য বহুপুরুষবাদের সাধক। যদি বলা হয় যে, সকল শরীরে একই আত্মা বিরাজিত, তাহলে দেবাদিদেহে ত্রৈগুণ্য বিপর্যয় বা সত্ত্বাদি গুণের যে তারতম্য দেখা যায়, তা ব্যাখ্যা করা যাবে না। দেবতাদের মধ্যে সত্ত্ব গুণের, মানুষের মধ্যে রজোগুণের এবং পশুদের মধ্যে তমোগুণের বাহুল্য আছে। দেবতা, মানুষ, পশুপক্ষীর আত্মা যদি একই হয়, তাহলে ঐরূপ ভেদ ব্যবহার সম্ভব হয় না। পুরুষ বহুত্ব স্বীকার করলে এরূপ অসুবিধা হয় না। সুতরাং বহুপুরুষবাদ অবশ্য স্বীকার্য।[৪২]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সাংখ্যবহুপুরুষবাদ নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে।

ড. রাধাকৃষ্ণন বলেন, "জন্ম, মৃত্যু, করণ প্রভৃতি আত্মার কোন ধর্ম নয়, দেহের ধর্ম। আত্মা অসঙ্গ, নিত্য ও অবিকারী। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু বা ইন্দ্রিয় নেই। এগুলির

---

৪১. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৮৪
৪২. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৮৮

Scanned with CamScanner

পার্থক্য থেকে প্রতীত হয় জীবের বহুত্ব। অহংরূপী জীবের জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয় আছে। সুতরাং জীব বহু। জীবের বহুত্ব থেকে আত্মার বহুত্ব সিদ্ধ হয় না।"[৪৩]

ড. রাধাকৃষ্ণন আরও বলেন, "প্রত্যেক পুরুষই যদি চৈতন্যস্বরূপ ও সর্বব্যাপী হয়, এক পুরুষ থেকে যদি অপর পুরুষের সামান্যতম পার্থক্যও না থাকে, যেহেতু তারা বৈচিত্র্যমুক্ত, তবে বহুপুরুষবাদ স্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। স্বাতন্ত্র্য ছাড়া বহুত্ব অসম্ভব।"[৪৪]

সাংখ্যমতে পুরুষ অনাদি, নিত্য ও বিভু বা সর্বব্যাপী। কিন্তু বহু পুরুষ স্বীকার করলে এক পুরুষের দ্বারা অপর পুরুষ সীমিত হয়ে পড়ে এবং পুরুষকে আর বিভু বলা চলে না। আত্মা সর্বব্যাপী হলে আত্মার বহুত্ব মানা যায় না।

তাই পরবর্তীকালে অদ্বৈত বেদান্তীরা 'আত্মা এক' এই তত্ত্ব স্বীকার করে সাংখ্যমতের ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করেছেন। অদ্বৈতবেদান্ত মতে, আত্মা এক। একই আত্মা দেহাদি উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। উপাধির ভেদের দ্বারাই জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির প্রতিনিয়ম ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং বহুপুরুষবাদ স্বীকার্য নয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জন্ম শব্দের প্রচলিত অর্থ উৎপত্তি, মৃত্যু শব্দের প্রচলিত অর্থ বিনাশ। কিন্তু পুরুষ যেহেতু নিত্য, সেহেতু সাংখ্যমতে জনন ও মরণ শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার, বুদ্ধি ও বুদ্ধিরূপ জ্ঞান এই সকলের সঙ্গে পুরুষের যে অভিসম্বন্ধ তাকে বুঝতে হবে। অভিসম্বন্ধ অভিমানরূপ সম্বন্ধকে বোঝায়। পুরুষ অসঙ্গ বলে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ তা আরোপিত।[৪৫]

বাচস্পতি মিশ্র বলেন, দেহরূপ উপাধির জন্ম ও মৃত্যুকে আত্মার জন্ম ও মৃত্যু বললে হয়, স্তন প্রভৃতি উপাধির জন্ম ও মৃত্যুকে আত্মার জন্ম ও মৃত্যু বলতে হয়। কিন্তু তা বলা যায় না। উপাধি ভেদে আত্মার ভেদ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রতি শরীরে আত্মা ভিন্ন—একথাই স্বীকার্য।[৪৬]

জগতের অভিব্যক্তি

(The Evolution of the world)

সাংখ্যমতে, প্রকৃতি জগতের কারণ। সৃষ্টির পূর্বে জগৎ প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্তভাবে থাকে। প্রকৃতি জগৎরূপে পরিণত হয়। জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগবশত জগতের সৃষ্টি অর্থাৎ অভিব্যক্তি ঘটে। কেবল প্রকৃতি জগতের অভিব্যক্তি

---

৪৩. Indian Philosophy, S. Radhakrishnan, 1927, Vol. II, p. 321

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২২

৪৫. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ১৮৫

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৬; ষড়্দর্শন : যোগ, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪, পৃঃ ৮৬

Scanned with CamScanner

না, প্রকৃতির প্রবৃত্তি চিরকাল অব্যাহত থাকবে, তা বলা যায় না। তাই ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকীযথানৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ।।"

(সাংখ্যকারিকা-৫৯)

বস্তু এবং শক্তি অবিনশ্বর—এই বিশ্বাসের উপর সাংখ্য অভিব্যক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যমতে, অসৎ-এর উৎপত্তি হয় না এবং সৎ-এর বিনাশ হয় না। উৎপত্তি মানে হল অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়া। উৎপত্তি মানে নতুন সৃষ্টি বা আরম্ভ নয়। অনুরূপভাবে বিনাশ বলতে পরিপূর্ণ বিনাশকে বোঝায় না।

সাংখ্য অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া চক্রাকারে চলে (cyclic)। অর্থাৎ অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয়। সৃষ্টির পর ধ্বংস, আবার সৃষ্টি, আবার ধ্বংস—এইভাবে অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া চক্রাকারে চলে।[৫২]

পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বাইরে অবস্থিত অপরিণামী পুরুষ ছাড়া ২৪টি তত্ত্বের অভিব্যক্তির ক্রম নিম্নোক্ত ছকে প্রকাশ করা যায় ঃ

১। প্রকৃতি
↓
২। মহৎ
↓
৩। অহংকার
↓
৪। মন (৫-৯) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (১০-১৪) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (১৫-১৯) পঞ্চতন্মাত্র
↓
(২০-২৪) পঞ্চমহাভূত

সাংখ্য জ্ঞানতত্ত্ব ও সাংখ্যসম্মত প্রমাণ

সাংখ্যমতে, মূলতত্ত্ব দুটিঃ প্রকৃতি ও পুরুষ বা আত্মা। প্রকৃতি জড় বা অচেতন এবং সদা পরিণামী। পুরুষ চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ, কিন্তু জ্ঞাতা নয়। বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলন হলে জ্ঞান হয়। প্রকৃতির পরিণামের ফলে উৎপন্ন বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের বিষয়াকারে পরিণতিকে বুদ্ধিবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তি বা অন্তঃকরণবৃত্তি বলে। চৈতন্যপ্রতিবিম্ববিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিকে বা বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত পুরুষকে বোধ বা উপলব্ধি বলা হয়। তখন পুরুষ নিজেকে জ্ঞাতা বলে মনে করে। অর্থাৎ পুরুষের 'আমি জানি' বলে অভিমান হয়।[৫৩]

---

৫২. পূর্ববৎ, পৃঃ ২৭৩-২৭৪
৫৩. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ৪০

Scanned with CamScanner

সাংখ্যমতে, চৈতন্য প্রতিবিম্বনিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই প্রমা।[৫৪] এরূপ প্রমার করণকে বলে প্রমাণ।

সাংখ্যমতে, প্রমাণ তিন প্রকার ঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।

সাংখ্যমতে, প্রত্যক্ষের লক্ষণ হল ঃ "প্রতিবিষয় অধ্যবসায়ঃ দৃষ্টম্"।[৫৫] যা স্বকীয় আকারের দ্বারা অন্তঃকরণ বৃত্তিকে আকারিত করে প্রত্যক্ষের যোগ্য করে দেয়, তাই বিষয়। এই সকল বিষয়ের প্রতি যার বৃত্তি, তাকে প্রতিবিষয় বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে প্রতিটি বিষয়ের সন্নিকর্ষ হতে পারে বলে ইন্দ্রিয়কে প্রতিবিষয় বলা হয়। এরূপ ইন্দ্রিয়ে যে অধ্যবসায় হয়, তাকেই দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। সাংখ্যমতে, বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলেই অন্তঃকরণ বিষয়াকার ধারণ করে এবং তার ফলে অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণের যে সাত্ত্বিক পরিণাম হয়, তাকে অন্তঃকরণ বৃত্তি, অধ্যবসায় বা জ্ঞান বলা হয়। একে দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়।[৫৬]

সাংখ্যমতে, অনুমানের লক্ষণ হল ঃ "তৎলিঙ্গলিঙ্গি পূর্বকং জ্ঞানম্"। যার দ্বারা অপ্রত্যক্ষ বিষয় জ্ঞাত হয়, তাই লিঙ্গ। ব্যাপ্তির সাহায্যেই লিঙ্গ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অসন্নিকৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞাপক হয় বলে লিঙ্গকে ব্যাপ্য বলে। লিঙ্গী শব্দের দ্বারা ব্যাপককে বোঝায়। অনুমান লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বক জ্ঞান। ধূমাদি লিঙ্গ বা ব্যাপ্য এবং বহ্ন্যাদি লিঙ্গী বা ব্যাপক এরূপ জ্ঞান পূর্বে থাকলেই অনুমান হয়।

ঈশ্বরকৃষ্ণ *সাংখ্যকারিকা*-য় অনুমানকে তিনপ্রকার বলেছেন।[৫৭] বাচস্পতি মিশ্র প্রথমে অনুমানকে দুপ্রকার বলেছেন ঃ বীত ও অবীত। বীত অনুমান আবার দুপ্রকার ঃ পূর্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট।

পূর্ববৎ অনুমান দৃষ্টস্বলক্ষণ সামান্যবিষয়ক। যে অনুমানের সাধ্য পূর্বে সহচার দর্শনকালে ব্যাপকরূপে জ্ঞাত পদার্থ, সেই অনুমান পূর্ববৎ অনুমান। পর্বতে ধূম থেকে বহ্নির যে অনুমান, তা পূর্ববৎ অনুমান। বহ্নি একটি সামান্য পদার্থ। বিশেষ বিশেষ বহ্নি স্বলক্ষণ। পর্বতে বহ্নিসাধ্যক অনুমান করার পূর্বে পাকশালাতে ঐ বহ্নির স্বলক্ষণ অর্থাৎ কোন বিশেষ বহ্নি দৃষ্ট হয়ে থাকে বলে পর্বতে বহ্নির অনুমান হয়ে থাকে। এই অনুমান পূর্ববৎ অনুমান।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান অদৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যবিষয়ক। যে সামান্যের স্বলক্ষণ পূর্বে দৃষ্ট হয়নি, কিন্তু ঐ সামান্যের ব্যাপক সামান্যের স্বলক্ষণ দৃষ্ট হয়েছে, সেই সামান্যবিষয়ক অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। যেমন 'রূপাদিজ্ঞান সকরণক, যেহেতু তা ক্রিয়া'—এই অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। এই অনুমানে রূপাদিজ্ঞানের করণরূপে সিদ্ধ ইন্দ্রিয়ের

---

৫৪. পূর্ববৎ, পৃঃ ৪০-৪১

৫৫. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ৫

৫৬. পূর্ববৎ, পৃঃ ৪৬-৪৭

৫৭. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ৫

Scanned with CamScanner

কোন স্বলক্ষণ বা কোন বিশেষ ইন্দ্রিয় পূর্বে দৃষ্ট হয়নি, যেহেতু ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয়। কিন্তু করণস্বরূপ ব্যাপক সামান্যের স্বলক্ষণ কুঠারাদি দৃষ্ট হয়। তাই এই অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট বলা হয়।

হেতু ও সাধ্যের ব্যতিরেক সহচার জন্য ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভিত্তিতে সাধ্যের যে অনুমান তাকে অবীত অনুমান বলে। অবীত অনুমান ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত শেষবৎ অনুমান বা পরিশেষ অনুমান। যে পদার্থ সবদিক থেকে অবশিষ্ট থাকে, সেই পদার্থ বিষয়ক অনুমানকে শেষবৎ বা অবীত অনুমান বলে। যেমন, শব্দ দ্রব্য নয়, কর্ম নয়—এইভাবে প্রসক্ত দ্রব্য কর্ম হতে এবং অপ্রসক্ত সামান্য বিশেষাদি হতে অবশিষ্ট থাকে গুণ। সুতরাং শব্দ গুণ পদার্থ। এই অনুমানই অবীত অনুমান। এই অনুমান ব্যতিরেকী অনুমান।

সাংখ্যমতে, শব্দ প্রমাণের লক্ষণ হল ঃ "আপ্তশ্রুতি ঃ আপ্তবচনং তু"।[৫৮] আপ্ত বচনকে শব্দ প্রমাণ বলা হয়। বেদবাক্য আপ্ত, যুক্ত বা অবাধিত। সাংখ্যমতে বেদ অপৌরুষেয় হওয়ায় স্বতঃপ্রমাণ। অপৌরুষেয় বেদবাক্যজনিত সবর্থা যুক্ত বা অবাধিত বাক্যার্থজ্ঞানই শব্দপ্রমাণ।

সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান

সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী বলে পরিচিত। তাঁদের মতে, জগৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের ভূমিকা নাই। জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি হতেই জগতের সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি হয়। সৃষ্টি ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতির দ্বারা হয় না, কেবল প্রকৃতি হতেই হয়। সাংখ্য সূত্রে বলা হয়েছে ঃ "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"[৫৯] অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ। "প্রমাণাভাবাৎ ন তৎ সিদ্ধিঃ।"[৬০] অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ, যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ নাই। বাচস্পতি মিশ্র, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি সাংখ্যকারদের মতে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। সাংখ্যদার্শনিকেরা নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরোধিতা করেছেন।

১. ঈশ্বরবাদীরা বলেন, অচেতন প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করতে পারে না, কেননা অচেতনের প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং অচেতন প্রকৃতির চেতন অধিষ্ঠাতা বা পরিচালকরূপে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য।

এর উত্তরে সাংখ্যদার্শনিকেরা বলেন, ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হতে জগতের সৃষ্টি হয় না, কেবল প্রকৃতি হতেই হয়। প্রকৃতি অচেতন হলেও তার প্রবৃত্তি হতে পারে। চেতনেরই প্রবৃত্তি হয় একথা বলা যায় না। বৎসের পুষ্টির জন্য যেমন অচেতন দুগ্ধের ক্ষরণ হয়েই হয়, সেরূপ পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য চেতন-নিরপেক্ষ অচেতন প্রকৃতির

---

৫৮. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ৫

৫৯. সাংখ্যসূত্র, ১। ৯২

৬০. পূর্ববৎ, ৫। ১০

Scanned with CamScanner

স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়। সুতরাং প্রকৃতির পরিচালকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়।[৬১]

২. জগৎ কার্য, সেহেতু জগতের কারণ অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু সাংখ্যমতে, জগতের কারণ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হতে পারেন না। ব্রহ্মবাদীদের মতে ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, কূটস্থ বা অচল, অপরিণামী। যা অপরিণামী তা কার্যের উপাদান কারণ হতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম সৃষ্টির উপাদান কারণ হতে পারেন না। ঈশ্বর সৃষ্টির নিমিত্তকারণ বা কর্তা হতে পারেন না। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টির কারণ হতে পারে না। ব্যাপারবান চেতনই অধিষ্ঠাতা হয়। ব্যাপারবান ছুতারই কুঠারাদির অধিষ্ঠাতা হয়। ঈশ্বর ব্যাপারহীন হওয়ায় প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হতে পারেন না।[৬২]

সাংখ্যমতে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সতত পরিণামী বলেই প্রকৃতি চেতন-নিরপেক্ষ হয়ে জগৎ সৃষ্টির কারণ হয়। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়।

৩. ঈশ্বরবাদীরা বলেন, ঈশ্বর প্রেক্ষাবান অর্থাৎ কোন্‌টি হেয় ও উপাদেয় সে বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানবান। ঈশ্বর প্রেক্ষাবান হলে ঈশ্বরের স্বার্থ ও করুণা আছে স্বীকার করতে হয়।

সাংখ্যদার্শনিকেরা বলেন, ঈশ্বরের স্বার্থ থাকতে পারে না, কেননা সকল বাঞ্ছিত বস্তু তাঁর সর্বদা প্রাপ্ত; এবং তিনি ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টিতে সদা পূর্ণ। তিনি পূর্ণসত্ত্ব ও আপ্তকাম। তাঁর কোন কিছুর অভাব নাই, অজ্ঞানাদিও নাই। সুতরাং ঈশ্বর স্বার্থসিদ্ধির জন্য সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন—একথা বলা অসঙ্গত।[৬৩]

ঈশ্বরবাদীরা বলেন, জীবের প্রতি করুণাবশতই অর্থাৎ জীবের দুঃখ দূর করবার ইচ্ছাতেই ঈশ্বরের কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ।

সাংখ্যদার্শনিকেরা বলেন, ঈশ্বরের জীবের দুঃখ দূর করার ইচ্ছারূপ করুণা থাকতে পারে না। প্রশ্ন হতে পারে ঃ (১) ঈশ্বরের দুঃখ নিবারণের ইচ্ছা কি জীব সৃষ্টির পূর্বেই হয়? অথবা (২) জীব সৃষ্টির পরে হয়?

সৃষ্টির পূর্বে অর্থাৎ যখন সৃষ্টি হয়নি, তখন ঈশ্বরের করুণা হতে পারে না, কেননা জীবের শরীর—ইন্দ্রিয় ও ভোগ্যবিষয় না থাকায় জীবের কোন দুঃখই থাকতে পারে না। শরীরাদি সম্বন্ধই জীবের দুঃখের কারণ।

সৃষ্টির পরে জীবকে দুঃখী দেখে ঈশ্বর করুণাপরায়ণ হন অর্থাৎ জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য প্রবৃত্ত হন, তা বলা যায় না। কেননা সেখানে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অনিবার্য। কেননা সেক্ষেত্রে বলতে হয়—"করুণা হতেই সৃষ্টি হয়; আবার সৃষ্ট জীবের দুঃখ হতেই করুণা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সৃষ্টির জন্যই করুণা হয়।"[৬৪]

---

৬১. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ৫৭

৬২. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ৩৩০

৬৩. পূর্ববৎ, পৃঃ ৩৩৪-৩৫

৬৪. পূর্ববৎ, পৃঃ ৩৩৫-৩৬; সর্বদর্শনসংগ্রহ, অনু., সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৬-১৭

Scanned with CamScanner

সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা অযৌক্তিক।

৪. সাংখ্যদার্শনিকেরা বলেন ঃ "মুক্তবদ্ধয়োঃ অন্যতরাভাবাৎ ন তৎ সিদ্ধিঃ।"[৬৫] "উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্"[৬৬] অর্থাৎ পুরুষ মুক্ত অথবা বদ্ধ হবে। এছাড়া তৃতীয় কোন বিকল্প নাই। কিন্তু দুটি বিকল্পই দোষযুক্ত বলে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ঈশ্বর মুক্তপুরুষ নন, কেননা মুক্তপুরুষের ইচ্ছা, যত্ন, প্রবৃত্তি, অভিমান নাই। এগুলি না থাকলে ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন না। আবার ঈশ্বরকে বদ্ধপুরুষও বলা যায় না। বদ্ধপুরুষ যথার্থ জ্ঞানবান নন। সুতরাং তাঁর পক্ষে জগতের সর্বজ্ঞ স্রষ্টা হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ঈশ্বর অসিদ্ধ।[৬৭]

৫. ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরকে কর্মফলদাতা বলা হয়েছে। কিন্তু সাংখ্যদার্শনিকেরা বলেন, কর্মফল দাতারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়। কর্ম স্বাভাবিকভাবে নিজে নিজেই ফল প্রসব করে। তাই বলা হয়েছে ঃ "ন ঈশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্মণাতৎসিদ্ধেঃ।"[৬৮]

৬. সাংখ্যদার্শনিকেরা বলেন—শাস্ত্রে এবং লোক ব্যবহারে যে ঈশ্বরের কথা উল্লিখিত হয়, তা পারিভাষিক ব্যবহারমাত্র। শাস্ত্র বা লোক ব্যবহারে উপাসনা ও প্রশংসার্থে মুক্ত আত্মাদের ঈশ্বর বলা হয়েছে। তাই বলা হয় ঃ "মুক্তাত্মনাং প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা।"[৬৯]

৭. সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে ঃ "সম্বন্ধাভাবাৎ ন অনুমানম্।"[৭০] অর্থাৎ কোন প্রকার দৃষ্ট সম্বন্ধ না থাকায় অনুমানের দ্বারাও ঈশ্বরের সিদ্ধি হতে পারে না।

৮. সাংখ্যদার্শনিকেরা বলেন ঃ "শ্রুতিরপি প্রধানকার্যত্বস্য।"[৭১] অর্থাৎ শ্রুতি বা বেদেও জগৎকে প্রকৃতি বা প্রধানের কার্য বলা হয়েছে। সুতরাং ঈশ্বর অসিদ্ধ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিজ্ঞানভিক্ষু এবং ম্যাক্সমুলার প্রমুখ কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে, সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী নন। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন ঃ 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্রে কপিল ঈশ্বর নাই, একথা বলেননি। তিনি বলেছেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। তবে তাঁর মতে, ঈশ্বর সৃষ্টিক্রিয়ার অধিকারী নন। কিন্তু নিত্য পূর্ণ আত্মারূপে ঈশ্বর অবশ্যস্বীকার্য। তিনি নিষ্ক্রিয়, সাক্ষীমাত্র। চুম্বক যেমন সান্নিধ্য হেতু লৌহখণ্ডকে ক্রিয়াশীল করে, তেমনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যেই প্রকৃতি পরিণামশীলা হয়।

---

৬৫. সাংখ্যসূত্র, ১। ৯৩
৬৬. সাংখ্যসূত্র, ১। ৯৪
৬৭. সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন, কনকপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৪, পৃঃ ৩০
৬৮. সাংখ্যসূত্র, ৫। ২
৬৯. ঐ, ১। ৯৫
৭০. ঐ, ৫। ১১
৭১. ঐ, ৫। ১২

Scanned with CamScanner

উপসংহারে বলা যায়, বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যদর্শনকে ঈশ্বরবাদী বললেও সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বরবাদী বলাই যুক্তিযুক্ত। "তিনি (কপিল) শুধু ঈশ্বর সিদ্ধ নন বলেই ক্ষান্ত হননি —ঈশ্বর নাইও বলেছেন।"[৭২]

সাংখ্যমতে কৈবল্য বা মুক্তির স্বরূপ
(The Sāṁkhya theory of liberation)

সাংখ্যমতে পুরুষ ত্রিগুণাতীত চৈতন্যস্বরূপ সত্তা। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই তিন গুণের সঙ্গে পুরুষের তাত্ত্বিক সম্বন্ধ না থাকায় পুরুষ বা আত্মা অপরিণামী, কূটস্থ বা অচল। স্বরূপত পুরুষের বন্ধন সম্ভবই হতে পারে না। পুরুষ নিত্যমুক্ত এবং বন্ধনহীন। তাত্ত্বিকভাবে পুরুষের বন্ধন—সংসার মোক্ষ নাই ('ন কশ্চিৎ পুরুষঃ বধ্যতে, ন কশ্চিৎ সংসরতি, ন কশ্চিৎ মুচ্যতে')। পুরুষের বন্ধন, বন্ধন থেকে মুক্তির ধারণা ভ্রম মাত্র। ত্রৈগুণ্যের বিপরীত হওয়ার জন্যই পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তি সিদ্ধ হয়। আত্যন্তিক দুঃখাভাবরূপ কৈবল্য পুরুষের স্বতঃসিদ্ধ। বস্তুত আত্মার বন্ধন নাই, বন্ধন থেকে মুক্তিও নাই। প্রকৃতিরই বন্ধন—সংসার মোক্ষ হয়। ('তস্মাৎ ন বধ্যতে অদ্ধা ন মুচ্যতে নাহপি সংসরতি কশ্চিৎ। সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ'॥)[৭৩] প্রকৃতির সংসর্গবশত পুরুষের বন্ধন ভ্রম হয়। প্রকৃতিগত বন্ধন-সংসার-মোক্ষ পুরুষে আরোপিত হয়। তার ফলে পুরুষ নিজেকে বদ্ধ বলে মনে করে।

বুদ্ধি প্রকৃতি হতে উদ্ভূত প্রথম তত্ত্ব। বুদ্ধি প্রকৃতির কার্য। সাংখ্যমতে, কার্য-কারণ অভিন্ন বলে বুদ্ধিকে প্রকৃতি বলা যেতে পারে। অজ্ঞান বা অবিবেকবশত পুরুষ বা আত্মা নিজেকে প্রকৃতি বা বুদ্ধি থেকে পৃথক করতে পারে না। অবিবেকখ্যাতি বা অবিবেকজ্ঞান পুরুষের বন্ধনের কারণ। অজ্ঞানবশত পুরুষ প্রকৃতি অভেদ জ্ঞান হয়। ফলে বুদ্ধির ধর্ম সুখ, দুঃখ প্রভৃতিকে পুরুষ নিজের ধর্ম বলে মনে করে। অজ্ঞানের জন্যই পুরুষ সুখ, দুঃখ ভোগ করে। স্বরূপত পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ, অবিকৃত, অসঙ্গ, নিত্যমুক্ত। বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেকের অগ্রহ বা অদর্শনই অবিবেক। এই অবিবেকের জন্য পুরুষ সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয়। ঐ ভোক্তৃত্ব পুরুষের স্বাভাবিক নয়, কিন্তু আরোপিত।

সাংখ্যমতে দুঃখ ত্রিবিধ ঃ আধ্যাত্মিক (শারীরিক ও মানসিক দুঃখ); আধিভৌতিক (বাহ্যকারণের দ্বারা নিষ্পন্ন দুঃখ); আধিদৈবিক (বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতির দ্বারা নিষ্পন্ন দুঃখ)। সাংখ্যমতে, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হলে কৈবল্য বা মুক্তি হয়। বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদ জ্ঞান ('সত্ত্ব পুরুষান্যতা প্রত্যয়') দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায়। "ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ"[৭৪] অর্থাৎ ব্যক্ত বা প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত তত্ত্ব, অব্যক্ত বা প্রকৃতি, জ্ঞ বা

---

৭২. সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন, কনকপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩২

৭৩. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ৬২

৭৪. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী

Scanned with CamScanner

পুরুষ—এই তিনটির পৃথক পৃথক জ্ঞান হলে প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদ জ্ঞান হয়। সাংখ্যমতে, কৈবল্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেকজ্ঞান সাক্ষাৎকার স্বরূপ হওয়া চাই। প্রথমে শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি হতে ব্যক্ত-অব্যক্ত পুরুষকে পৃথক পৃথকরূপে শ্রবণ করতে হবে। তারপর এই শাব্দবোধের বিষয়কে যুক্তির দ্বারা ব্যবস্থিত করতে হবে। তারপর দীর্ঘকাল নিষ্ঠা ও সমাদরের সঙ্গে নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করতে হবে। তার ফলে প্রকৃতি-পুরুষ অন্যতা (ভিন্নতা) প্রত্যয়রূপ সাক্ষাৎকারাত্মক বিবেকখ্যাতি বা বিবেকজ্ঞান হবে। এর ফলে আত্মার কৈবল্য বা মুক্তি লাভ হবে।[৭৫] শরীর থাকাকালীন এই মুক্তিলাভ সম্ভব। একে 'জীবন্মুক্তি' বলে। এই অবস্থায় ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। তারপর প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয়ে দেহের বিনাশ হলে পূর্ণমুক্তি হবে—অর্থাৎ ঐ বিবেকবান পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির আর সম্বন্ধই হবে না। একে 'বিদেহমুক্তি' বলে।[৭৬]

---

৭৫. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ৩৪-৩৫

৭৬. সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন, কনকপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮

Scanned with CamScanner